

সেবাখাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ কয়েকটি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ কী?

উত্তর: দুর্নীতিবিষয়ক খানা জরিপ হচ্ছে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে দুর্নীতির প্রকৃতি, ধরন ও মাত্রার চিত্র তুলে ধরার একটি প্রয়াস। এই জরিপের মাধ্যমে দেশের খানাসমূহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা নিতে গিয়ে যে সব অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকার হয়, তার বাস্তব অভিজ্ঞতার চিত্র দেখা যায়।

প্রশ্ন: খানা বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: একই বাসস্থানে বসবাস করে, একই রান্নায় খাওয়া-দাওয়া করে এবং তাদের মধ্যে একজনকে খানাপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এমন পরিবারকে “খানা” হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জরিপ সময়ের আগে একমাস ধরে খানায় অবস্থান করছে, এমন ব্যক্তিকে (রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন/গৃহস্থালীর বিশেষ কাজে জড়িত) ঐ খানার সদস্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

প্রশ্ন: টিআইবি এ পর্যন্ত কতটি দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে?

উত্তর: টিআইবি ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত (১৯৯৭, ২০০২, ২০০৫, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১ ও ২০২৩) মোট ১০টি জাতীয় খানা জরিপ পরিচালনা করেছে।

প্রশ্ন: এই জরিপের উদ্দেশ্য কী?

উত্তর: জরিপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের খানাগুলোর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সেবা খাতে দুর্নীতির প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো খানাগুলো সেবাখাত বা প্রতিষ্ঠান হতে বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণে কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে কি-না তা চিহ্নিত করা; খানাগুলো বিভিন্ন খাত, উপখাত ও প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে গিয়ে যে দুর্নীতি বা হয়রানির শিকার হয় তার প্রকৃতি ও মাত্রা নিরূপণ করা; খানাসমূহের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতে দুর্নীতির শিকার হওয়ার মাত্রা বিশ্লেষণ করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দিক-নির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রদান করা।

প্রশ্ন: এই জরিপের তথ্য কোন সময়ে সংগৃহীত হয়েছে?

উত্তর: সেবাখাতে দুর্নীতিবিষয়ক তথ্যের বিবেচ্য সময় মে ২০২৩ থেকে এপ্রিল ২০২৪। আর জরিপ পরিচালনার সময়কাল ১৩ মে ২০২৪ থেকে ০৩ আগস্ট ২০২৪।

প্রশ্ন: জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ এর জরিপপদ্ধতি কী?

উত্তর: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) প্রণীত Integrated Multi-Purpose Sampling (IMPS)-এর তথ্য ব্যবহার করে দুই পর্যায়বিশিষ্ট স্তরায়িত গুচ্ছ নমুনায়ন (Two Stage Stratified Cluster Sampling) পদ্ধতিতে জরিপের নমুনায়ন করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দেশের আটটি বিভাগকে গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চল বিবেচনায় ১৬টি স্তরে বিভাজন করে সমান সংখ্যক নমুনা পাওয়ার লক্ষ্যে IMPS ব্যবহার করে প্রতিটি স্তর থেকে ৩১ থেকে ৮৩টি Primary Sampling Unit (PSU) দৈবচয়ন পদ্ধতিতে সর্বমোট ১ হাজার ১ শত ৪৯টি “পিএসইউ” নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, নির্বাচিত প্রতিটি পিএসইউ-এর মধ্যে IMPS এ উল্লেখিত খানাসমূহকে তালিকাভুক্ত (Listing) করা; তালিকা থেকে নিয়মানুক্রমিক দৈবচয়নের (Systematic Random Sampling) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক খানা নির্বাচন; প্রয়োজ্যক্ষেত্রে ১২/২৪/৩২টি খানা নির্বাচন করা হয়েছে। পাশাপাশি, জরিপে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানিক ভর (Weight) ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশ্ন: জরিপে সংগৃহীত তথ্যের গুণগত মান কীভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে?

উত্তর: জরিপের পরিকল্পনা ও বৈজ্ঞানিক মান নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ছয়জন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ও সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ টিআইবির গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে কমপক্ষে স্নাতক এবং জরিপকাজে অভিজ্ঞ ১০৮ জন মাঠ তথ্য সংগ্রহকারী, ২৭ জন মাঠ তত্ত্বাবধায়ক এবং ৫ জন “কোয়ালিটি কন্ট্রোলার” নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহকারী, মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও “কোয়ালিটি কন্ট্রোলারদের” ১৩ দিনব্যাপী আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান; খসড়া প্রশ্নপত্রের ওপর ফিল্ড টেস্ট সম্পন্নসহ ফিল্ড টেস্টের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে জরিপের প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া, তথ্য সংগ্রহের জন্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম Kobo Toolbox ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং টিআইবির PACTApp-এর সার্ভারে ডেটাবেজ সংরক্ষণ করা হয়েছে। জরিপের সময় টিআইবির গবেষক কর্তৃক প্রতিটি তথ্য সংগ্রহকারী দলের খানা পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রম তদারকি ও তত্ত্বাবধান করা হয়েছে। জরিপকালীন পূরণকৃত প্রতিটি প্রশ্নপত্র “ডেটা অ্যানালিসিস”-এর মাধ্যমে যাচাই করে মাঠ তত্ত্বাবধায়ক ও “কোয়ালিটি কন্ট্রোলার” কর্তৃক নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই জরিপে দুর্নীতিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে?

উত্তর: এ জরিপে ব্যবহৃত দুর্নীতির সংজ্ঞা হচ্ছে ‘ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার’। এক্ষেত্রে ঘুষ (নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের লেনদেন ও অর্থ আত্মসাৎ), সম্পদ আত্মসাৎ, প্রতারণা, দায়িত্বে অবহেলা, স্বজনপ্রীতি, প্রভাব বিস্তার ও বিভিন্ন ধরনের হয়রানিকে দুর্নীতির আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন: “দুর্নীতির ধারণা সূচক” (Corruption Perceptions Index-CPI) এবং “দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ” এর মধ্যে পার্থক্য কী?

উত্তর: বার্লিনভিত্তিক আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্স ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) সরকারি খাত ও প্রশাসনে বিরাজমান দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণার ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দুর্নীতির তুলনামূলক অবস্থান নির্ণয়ে প্রতিবছর দুর্নীতির ধারণা সূচক তৈরি করে, যার মাধ্যমে দুর্নীতির ধারণার মাপকাঠিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের তুলনামূলক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। অন্যদিকে সেবাখাতে দুর্নীতিবিষয়ক জাতীয় খানা জরিপ ট্রান্সপারেন্স ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে পরিচালিত একটি জরিপ, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের খানাগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হতে সেবা নিতে গিয়ে কী ধরনের দুর্নীতির শিকার হয়, তা পরিমাপ করার চেষ্টা করা হয়। দুর্নীতির ধারণা সূচক বা সিপিআই-এর সঙ্গে খানা জরিপের অন্যতম একটি মূল পার্থক্য হল, প্রথমটি ধারণাভিত্তিক (Perception-Based) এবং দ্বিতীয়টি অভিজ্ঞতাভিত্তিক (Experienced-Based)। সিপিআই হলো একটি দেশের সরকারি খাত ও প্রশাসন সম্পর্কে দুর্নীতির ধারণা। পক্ষান্তরে খানা জরিপ সরকারি ও বেসরকারি নানা খাত বিশেষত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি সেবা, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক সেবা, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা, গ্যাস ইত্যাদিতে সেবাহ্রীতাদের দুর্নীতির অভিজ্ঞতা তুলে ধরে।

প্রশ্ন: এ জরিপটি কী সংবাদপত্রে প্রকাশিত তথ্য বা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে করা হয়?

উত্তর: না। এ গবেষণাটি জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত খানা পর্যায়ে জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই করা হয়ে থাকে। গণমাধ্যম বা অন্য কোনো সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য এই জরিপে ব্যবহার করা হয় না।

প্রশ্ন: এই জরিপে কী কী খাত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে? কেন এই সকল সুনির্দিষ্ট খাত বাছাই করা হলো?

উত্তর: এই জরিপে ১৭ টি (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, ভূমি, কৃষি, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা, বিচারিক প্রক্রিয়া, বিদ্যুৎ, ব্যাংকিং, বিআরটিএ, কর ও শুল্ক, এনজিও, পাসপোর্ট, বিমা, গ্যাস, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ সহায়তা, জাতীয় পরিচয়পত্র-এনআইডি) সুনির্দিষ্ট খাতের ওপর বিস্তারিত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এ সব খাত হতে সর্বোচ্চ সংখ্যক পরিবার সেবাহ্রণ করে এবং মূলত সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে বিশেষ অবদান রাখে। দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় এসব সেবা খাতগুলোর প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। এ সবার সঙ্গে “অন্যান্য” শিরোনামে একটি খাত রাখা হয়েছে।

প্রশ্ন: অন্যান্য খাত বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর: যে সব খাত বা প্রতিষ্ঠান থেকে ৫ শতাংশের নিচে খানাগুলো সেবা গ্রহণ করে, সেই সকল সুনির্দিষ্ট ১৭টি খাতের বাইরের খাতগুলোকে অন্যান্য নামক একটি আলাদা খাতে যুক্ত করা হয়েছে। সেবাহ্রণের তথ্য দিতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে সেবাহ্রীতা তথ্যদাতারা উপরোক্ত ১৭ খাতের বাইরেও একাধিক প্রতিষ্ঠানের নাম বা উপখাত উল্লেখ করেছেন (মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস - এমএফএস, ওয়াসা, অনলাইন শপিং, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে ইত্যাদি)। তবে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বা উপখাতের সেবাহ্রীতার স্বল্পতার কথা বিবেচনা করে এগুলোকে আলাদা খাত হিসেবে গণ্য না করে একত্রে “অন্যান্য” হিসেবে প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

উত্তর: জরিপের ফলাফলের সার্বিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ২০২৩ সালে সার্বিকভাবে ৭০.৯ শতাংশ খানা দুর্নীতির শিকার। সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত তিনটি খাত হলো- পাসপোর্ট, বিআরটিএ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এ ছাড়া একই বছর সার্বিকভাবে ঘুষের শিকার হওয়া খানার হার ৫০.৮ শতাংশ। গবেষণার জরিপে দেখা গেছে, সর্বোচ্চ ঘুষ গ্রহণকারী তিনটি খাত হলো- পাসপোর্ট, বিআরটিএ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা। এ ছাড়া, জরিপে অন্তর্ভুক্ত ঘুষদাতা খানার ৭৭.২ শতাংশ ঘুষ দেওয়ার কারণ হিসেবে “ঘুষ না দিলে সেবা পাওয়া যায় না”-এ কথা বলেছেন, অর্থাৎ ঘুষ আদায়ে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে। ফলাফলে আরো দেখা গেছে, ২০২৩ সালে সার্বিকভাবে খানা প্রতি গড়ে ৫,৬৮০ টাকা ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছে। গবেষণা জরিপ অনুযায়ী, সর্বোচ্চ ঘুষ বা নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের তিনটি খাত হলো- বিচারিক সেবা, বিমা ও ভূমি সেবা। এ ছাড়া, ২০২৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে প্রাক্কলিত মোট ঘুষের পরিমাণ প্রায় ১০ হাজার ৯০২ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটের (সংশোধিত) ১.৪৩ শতাংশ এবং বাংলাদেশের জিডিপি ০.২২ শতাংশ। জরিপের ফলাফল অনুসারে, ৫৯.৬ শতাংশ খানা অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি বা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানে না এবং দুর্নীতির শিকার খানাসমূহের মাত্র ৮.৫ শতাংশ খানা অভিযোগ করেছে। আরোও দেখা গেছে, আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে খানার দুর্নীতির শিকার হওয়ার হারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তারতম্য লক্ষ করা যায় না, তবে শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে সেবাখাতে ঘুষের শিকার হওয়ার হার বেশি (৪৭.৪ শতাংশ বনাম ৫২.৪ শতাংশ) এবং ঘুষের শিকার হওয়া গ্রামাঞ্চলের খানার তুলনায় শহরাঞ্চলের খানাগুলোকে বেশি পরিমাণে ঘুষ দিতে হয়েছে (৫,০৯০ টাকা বনাম ৭,০৮৬ টাকা)। জরিপে উঠে এসেছে, উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানার ওপর দুর্নীতির বোঝা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং সেবা নিতে গিয়ে উচ্চ আয়ের তুলনায় নিম্ন আয়ের খানা তাদের বার্ষিক আয়ের অপেক্ষাকৃত বেশি অংশ ঘুষ দিতে বাধ্য হয়।

জরিপে আরও দেখা যায়, আদিবাসী, নারী এবং প্রতিবন্ধিতাসহ ব্যক্তি সেবাহ্রহনের জন্য দুর্নীতি ও ঘুষের শিকার হয়েছে যার অর্থ তাদের সীমিত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতার ওপর অতিরিক্ত বোঝা বিদ্যমান যা তাদের প্রান্তিকতাকে আরও বৃদ্ধি করেছে। পুরুষ সেবাহ্রহীতার তুলনায় নারী সেবাহ্রহীতাদের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা খাতে উল্লেখযোগ্য হারে বেশি দুর্নীতির শিকার হওয়ার ফলে এসব খাতে নারীদের অংশগ্রহণকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগতিকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। ২০২৩ সালে বিভিন্ন খাতে ডিজিটাইজেশন প্রক্রিয়া সচল থাকলেও এমনভাবে করা হয়েছে যেন সেবাহ্রহীতাকে মিশ্রপদ্ধতি ব্যবহার করতে হয় এবং ঘুষ দিতে হয়। ফলে কোনো কোনো খাতে (যেমন পাসপোর্ট, বিআরটিএ ইত্যাদি) ডিজিটাইজেশনের প্রচলন হলেও এ সব খাতে দুর্নীতি ও ঘুষ বেড়েছে।

প্রশ্ন: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: সার্বিকভাবে জাতীয় খানা জরিপ ২০২৩ এ বেশ কিছু সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সেবাখাতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয় নির্বিশেষে আইনানুগভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে, এক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে; প্রয়োজ্যক্ষেত্রে সেবাহ্রহীতার সঙ্গে সেবাদাতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হ্রাসে সকল সেবা পুরোপুরি ডিজিটাইজ করতে হবে, সব খাতের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানে “ওয়ান স্টপ” সার্ভিস চালু করতে হবে এবং তার প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সেবাদানকারী প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সেবাদাতার জন্য আচরণ বিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সেবাদানের সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পদোন্নতি, পদায়নের ব্যবস্থা, অপরদিকে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি, পদায়ন ও পুরস্কার দেওয়া বন্ধ করতে হবে; সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণশুনানি ও সামাজিক নিরীক্ষার মতো জনগণের অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে; সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের নাগরিক সনদে সেবার মূল্য ও সেবা প্রাপ্তির সময় সম্পর্কিত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং তা দৃষ্টিগোচর স্থানে স্থাপন করতে হবে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কার্যকর করতে হবে, যেখানে সব সেবাহ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে; যে সব খাতে জনবল, অবকাঠামো ও লজিস্টিকসের কারণে সেবাদান ব্যাহত হয়, সে সব খাতে বিদ্যমান ঘাটতি দূর করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কর্মীদের দক্ষতা বাড়াতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসিসংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব-সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এ ছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে টিআইবির তথ্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো— মোবাইল: ০১৭১৪০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
